সংবাদ

তারিখ NOV. 12 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

unicef | MMC | শিশু সাংবাদিকদের সংবাদ

স্কুলের অভাবে স্থবির হয়ে পড়েছে ইসলামপুরের শিক্ষা কার্যক্রম

আরিফুল ইসলাম আরমান/নুরন্নবী ইসলাম মিগ্ন/মুয়ীদ হোসেন আরিফ/মোহাম্মদ ল্লাহ রাহিব/সুবিনয় রায়-তপু/আসমাউল হাসনা আঁখি/শবনম মুন্তারী মনি/রোমানা মলিক বৃষ্টি/সোনিয়া য়হান রাহা/দিল নশিনা জান্নাত হিয়া :

ামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার নচিত্র থেকে প্রতি বছর রাক্ষুসী যমুনায় রিয়ে যাচ্ছে শত শত গ্রাম, শত শত ক্ষা প্রতিষ্ঠান। যে হারে যমুনার বুকে ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিলীন হয়েছে সে নুযায়ী গড়ে ওঠেনি এবং উঠছে না। লে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে স্থবির হয়ে ড়েছে এ জনপদের শিক্ষা কার্যক্রম। শেষ করে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম। র্তমানে যে ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ওগুলোও চলছে নানা দৈন্যদশার মধ্য য়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই, বই নেই, ঞ্চ নেই, চেয়ার-টেবিল নেই, প্রয়োজনীয় সবাবপত্র নেই– এরই মধ্য দিয়ে রচালিত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের র্যক্রম।

'প্রতি শিশু প্রকাশের টিম ১৫নং গুঠাইল কারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখতে য়, একমাত্র পঞ্চম শ্রেণী ব্যতীত কোন ণীতে একটি বেঞ্চও নেই। ফলে বাধ্য া শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে মেঝেতে নই পাঠ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

স্কুলের সহকারী শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, প্রতি বছর বন্যার সময় স্কুলটি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সে সময় বেঞ্চ চুরি হয়ে যায়। এ কারণে প্রশাসন থেকে আর বেঞ্চ দেয়া হয়নি।

বর্তমানে স্কুলটিতে মোট বেঞ্চ সংখ্যা রয়েছে ১১ জোড়া। এ মুহূর্তে ১২০ জোড়া বেঞ্চ স্কুলটিতে প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই দরিদ্র হওয়ায় তাদের শিশুদের পাঠাতে পারছে না স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্ডেনগুলোতে। তাই বাধ্য হয়েই তাদের শিশুদের ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন।

যমুনা পাড়ের গুঠাইল গ্রামের ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত যমুনা তীরবর্তী কদমতলী, উলিয়া, বৌসেরগড়, চিনাডুলীসহ অধিকাংশ গ্রামের বিদ্যালয়েরই একই চিত্র।

এ মুহূর্তে যমুনা তীরবর্তী শিশু শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য এবং শিশুদের অধিকার রক্ষায় এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন যমুনা পাড়ের শিশুদের অভিভাবকরা।

(শিশু প্রকাশ- এমএমসি ও ইউনিসেফ পরিচালিত শিশুদের সংবাদ বিষয়ক বার্তা সংস্থা)